কৃতী সাহিত্য সমালোচক ও বরেণ্য শিক্ষাব্রতী

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

নীল শয্যার 'পরে

আকাশের দৃশ্য-পট হয়েছে বদল ঃ
পুঞ্জীভূত মেঘ শ্বাপদের মত
উদ্ধত থাবা তুলে ফুঁসছে
মনে হয় ;
কালো ঘূর্ণির বেড়া পাকে
টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গবে
সোনার সেদিন। অঝোরে
ঝরে পড়বে রাঙা বসন্তের
ফুলগুলি তপ্ত ধূলি 'পরে।
আকাশ ফাটানো কান্না
যাবে শোনা হাজারো আত্মার।
তা হোক ;
জীবনের এ স্বাদ অপরিহার্য !
এ বসন্ত যদি চলে যায়- -
জীবন-পিঞ্জর রিক্ত করে,
আর মুহূর্তে
পৃথিবী ফেটে পড়ে হাসি আর কান্নায়
মাতার প্রথম প্রসব ব্যথায়।
পরম স্নেহে দোলা দেবে সদ্যোজাত শিশুরে
নীল শয্যার 'পরে !

— —

শান্তির ঘুম

পৃথিবীর করুণ মাটির মতো
উজ্জ্বল এক কামনায়
একাগ্র কান পাতা ছিলো ঃ
কিংবা হলুদ প্রজাপতির
ডানার-ছায়ায়
পরম শান্তির ঘুম
চেয়ে ছিলো
পৃথিবীর মানুষ।
কিন্তু সে মাটিতে দুর্বার
পাশব শক্তি
কেড়ে নেয় শান্তির ঘুম।
অশ্রুস্নাত আঁখি
সততার ঢেউ তুলে যায়
শান্ত সমুদ্রবক্ষে
উদ্বেল জলধারায়—
মনে হয় ;
সেই-ই আগামী দিনের শক্তির ব্যঞ্জনা।

উত্তরণ

এমনি এক
পৌষ সংক্রান্তির ভোরে
হাঁসের ডিমের মতো
শরীর 'উম্' রাখতে চেয়েছিল
পৃথিবীর মানুষ।
গতকাল সারারাত
বয়েছে উন্মাদ হাওয়া
শাঁই শাঁই করে আসমুদ্র—।
তখন
আকাশের নক্ষত্রেরা
স্বকীয়তায় ছিলোনা উজ্জ্বল !
মেহগনি, শিরীষ পল্লবে
ক্ষীণ ছায়া বিকিরণ করে
পৃথিবীকে জানিয়েছে অশুভ ইঙ্গিত।
আমি নিষ্ফল চেয়ে দেখেছি
অপরূপ ;
এক নির্মক্ষিক দৃশ্য—
প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের মত
মানুষ, চরাচর সব যেন
গভীর চিন্তায় মগ্ন !   জীবনের স্বাদ
কখন হারিয়ে ফেলেছে

আজ বুঝি তাও আর মনে নেই।
এই অকাল জরা কাটিয়ে
মানুষের কবে হবে উত্তরণ ?

সময়

আমি ঘুম ঘুম চোখে একবার ভাবি
সময় যে জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।
ভাবি
প্রকৃতির ব্যতিক্রম কোথায়
সব ঋতুতেই দেখি
গাছপালা, নদী, অরণ্য, পর্বত
তাদের দৈহিক রূপ বদলায়।
রাত্রির বোবা অন্ধকারে
আমার কানে কানে কত কথা
গাছপালা, নদী, অরণ্য, পর্বত
থেকে থেকে চমক লাগিয়ে বলে যায়—।
আমি ঘুম ঘুম চোখে একবার ভাবি
বড়ো ব্যথা-মুগ্ধ আমার মন,
কী যেন দেখিনি আমি
কিন্তু ;
সময় যে জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।
তবু আমি ভাবি
যদি
মৃত্যুকে মানবিক সত্তা দিয়ে জয় করা যায়!
কিন্তু সময় ?
সময় যে জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

আকাশ পানে

এসেছিলাম
সেই কবে ; শরতের বোধনকালে,
পৃথিবীর রঙ যখন স্বচ্ছ সুন্দর
স্ফটিকের মতন।
চলে গেল
বহু স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলি
অমোঘ ভাঁটার টানে—
কিন্তু জানিনা তার আয়তন।
আজ শুধু আনমনে
বসে থাকা ; উদাস নয়নে
পিছু ফিরে বারে বারে চাওয়া
স্পর্শ কাতর অভিমানে।
নিভে গেল ;
যৌবনের আলো, এই পৃথিবীর বয়স হোলো।
কিন্তু ক্ষতি কি ; যদি আবার খুশির হাওয়ায়
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা ওড়ে
আকাশ পানে,
আমি বসে থাকি সেইদিন গুণে।

চাঁদ জাগে, চাঁদ হাসে

পাখিরা ওড়ে ঃ
এ পৃথিবীর গন্ধ বিহীন সীমানায়
হিজি বিজি ছবি আঁকে
ঘুরে ঘুরে
সুনিশ্চিত স্নিগ্ধ আশ্রয় খোঁজে—
আবার
কোনো এক সময় ;
নিম্ন ভূমির টানে ফেরে।
পাখিরা আকাশে ওড়ে ঃ
চড়াই উতরাই সীমাহীন প্রান্তর
পার হ'য়ে চলে যায়
সঞ্চারী ডানায় ভর দিয়ে—
ভাবে ;
চাঁদ বুঝি নয় আর দূরে।
হায় পাখি !
চাঁদ সে তো অনেক দূরে,
অনেক অনেক দূরে।
জীবনের রঙ্গ মঞ্চে
বিস্বাদ লাগে যখন
তখন চাঁদ জাগে, চাঁদ হাসে,
ওই আকাশে অভিনয় করে।

———

এই ফাগুনে

আজো ডাকে পিক
বনে বনে,
মঞ্জরী শুঁকে তরু শাখায়।
মনে হয় ;
বসন্তের পালা পার্বণ
উদাস হাওয়ায়—
সে ডাকে ;
বারে বারে ডাকে আমায়।
আজো দেখি ;
বৃন্তে বৃন্তে মরসুমী বনফুল
লব্ধ যৌবনের কানায় কানায় !
মউ গুঞ্জন তুলে যায়
মধু আহরণে—
সেই সুরের ঝঙ্কার ওঠে
আমার ক্লান্ত বীণায়।
কখনো আমার কানে কানে
ঝরা পাতা মঞ্জীর বাজায়
অতর্কিতে আমি ডুবে যাই
সুরের মদিরায়—।

আর যেন না দেখি

আর যেন না দেখি
কোন দিন
আকাশের কোলে মৃত্যুর তুহিন স্তব্ধতা
সহস্র তারার—।
আর যেন আমার বুক
কেঁপে না ওঠে
ঝিল্লির করুণ কাতর ক্রন্দনে।
আমি যে দেখেছি
অসহায়া অনূঢ়ার চোখের বাষ্প কণার মতো
কুয়াশা ঢাকা দিন,
দেখেছি অসংখ্য শয়তানের প্রভাবে
পৃথিবীর দীপ্ত দিগন্তের তারা
ছিট্‌কে প'ড়েছে—
সাদা সাদা অসংখ্য দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়।
কিন্তু ;
আর যেন না দেখি
দুর্গত আত্মার প্রতিবিম্ব !
ওই আকাশের ছায়ায় ছায়ায়।

———

চোখের তারায় তারায়

আমি ভাবছিলাম
কবে আবার ফিরে আসবে
এমনি একটি রাত ঃ
দুগ্ধ-ফেনিলের মতো
জ্যোছনা ছড়িয়ে পড়বে—
ওই নারিকেল গাছটার চূড়ায়।
ভাবছিলাম
আর কল্পনার দরিয়ায়—
ভাসছিলাম,
কাগজের ময়ূর পঙ্খি নৌকার মতো।
অবশেষে এলো
ওই কুহকী কোকিল,
আশাবরী রাগিনীর তালে তালে
আমার রিক্ত আঙিনায়।
শীতের হলুদ পাতার মতো
বিদায় নিল
হতাশার দিনগুলো—
মনের গোপন কোণে অঙ্কুরিত হলো
আম্রমুকুল! এই ফাগুনের দিন গুণি।
জানা অজানার কৌতুহল তাই
আজ আমার চোখের তারায় তারায়।

আমন্ত্রণ

বিগত প্রলয়ে ঃ   সংশয় ছিলো
যদি কচি শীর্ণ গাছগুলি
ভিজা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে,
তবে কল্পনার অকাল মৃত্যু
হবে।   কিন্তু অঘ্রানের এক ভোরে
ন'বানের আমন্ত্রণ এসেছে আবার
পৃথিবীর ঘরে ঘরে।
সোনালী রোদে ছেয়ে গেছে মাঠ—
ধানের শিষগুলি
কনে বউয়ের মতো অবগুণ্ঠন দিয়ে
দোল খেলছে—
উত্তুরে শীতল হাওয়ায়।
আমি তেমনি এক নরম ভোরের
অন্তিম প্রতীক্ষায় ছিলাম
বিগত প্রলয়ে ঃ   বুভুক্ষার মতো।

সেই ছবি

আরো কিছু রঙ ঢালো
মনের চিন্তাগুলি
বেশ মনোযোগ সহকারে
নেড়ে নাও একবার
দেখবে, সেই রঙে একাকার হয়ে গেছে
হৃদয়ের যত কালো।
আকাশের রঙে যে কোমলতা আছে
মনে মনে এঁকে নাও সেই ছবি,
বিশীর্ণ তুলি দিয়ে
কেন আর বিভ্রান্তির
আলেখ্য আঁকা ?
এবার বিশোধক রঙ ঢালো
তোমার মনের শিল্প চেতনাগুলি
ফল্গু নদীর মত—
তুমিই তার রূপকার!
আকাশের রঙে যে কোমলতা আছে
মনে মনে এঁকে নাও সেই ছবি,
কেন আর প্রহসন বলো ?

———

মধুমিতা

:

মধুমিতা,
তোমাকে এ নামে ডেকেছি কত
সে বেশ কিছুকাল আগে।
আজো তো
ইচ্ছা করে ; তেমনি মিষ্টি স্নিগ্ধ
নামে ডাকি তোমায়, মধুমিতা।
হৃদয় বীণাখানি বাঁধি আবার
বসন্ত বাহার রাগে।
মনে পড়ে ;
তুমি কখনো অভিমান করে
চলে যেতে চাইতে,
আমি হাত দু'টি ধরেছি অনুরাগে।
মধুমিতা,
তোমার আমার এমন দিন গেছে
অনেক পূর্বভাগে।
তোমার দিঘল নীলাভ চোখ দু'টি
আজ সেই স্মৃতির পানে চেয়ে আছে শুধু
অভিমানে অনুরাগে।
তা আমি জানি ;
কিন্তু কেমন করে আর সম্ভব বলো,
তুমি আমি এখন বাস্তবের সম্মুখীন—

সকাল সাঁঝে নব নব সমস্যা জাগে।
এই তো সংসার প্রকৃতি! আবহমান কাল থেকে
চলেছে যুগে যুগে।

মনে আছে

এই নদী,
অনেক কালের পরিচিত আমার।
তার প্রশান্ত বুকের ওপর
আমি জীবন পেয়েছিলাম একদিন।
মনে আছে সব
ওই কাক-চক্ষু জলে
সাঁতার কেটেছি কত
শৈশব বেলায়।
তার সুবিস্তৃত তীরে,
নরম কচি ঘাসের যে বিছানা পাতা ছিলো
সেই স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শে
আমি তৃপ্ত হয়েছি গোধূলি বেলায়।
কতদিন আকুল আগ্রহে ছুটে গেছি
অজানা দূরের মাঝির
বাউল গান শুনতে—
মনে আছে, সব অবিকল।
দেখেছি মাছরাঙা পাখিরা
ভাসমান কলমি শাকের ঝোপে
ঠোঁট মুছেছে বার বার!
কখনো স্রোতের টানে—
লাল, সাদা শাবলা ফুলগুলি
মাথা নেড়ে ইশারা করছে আমায়।

কিন্তু, হায় !
তার সেইরূপ, যৌবন সব
সব শুষ্কমলিন
বুঝি বা অকাল বার্ধক্যে ?
তবুও
সে বেঁচে আছে
মুছে যায়নি তটরেখা !
এই নদী,
অনেক কালের পরিচিত আমার।
তার যৌবনের সব ইতিহাস
আমার স্মৃতিতে আছে লেখা।

———

দোল

এখনো অভিসন্তাপ অনুনাদিত ঃ
স্থূল ভাবনাগুলি
চামচে নেড়ে নেড়ে নিজেই
ব্যথার দুয়ার দিতেছ খুলে,
এ তোমারই ভুল।
কেন চেয়ে আছ অমন করে
নদীর খর স্রোতে গা' ভাসাও
ভেসে ভেসে গিয়ে
যেখানেই হোক থামবে একদিন,
তরঙ্গে তরঙ্গে পাবে শত দোল।
এবার যবনিকা টেনে দাও
অনিমিত্ত সন্তাপের !
শুরু করো নতুন অনুচ্ছেদ
জীবন কাব্যের। নতুবা পাবেনা তো কূল।
বিষণ্ণতা জড়িয়ে জড়িয়ে দিনগুলি
করোনা অস্পষ্ট আর। জান ; জীবন
ভবিষ্যৎ অনুভব যোগ্য, খণ্ড অংশ নিয়ে
করোনা বিফল বিলাপ আর। ভুল
পরিক্রমা করে ব্যথা পাওয়া কেন আর
গেঁথে নাও নানা ফুলে মালাখানি,
জীবনে অবিমিশ্র সুখ
অলৌকিক স্বপ্ন ! সে শুধু ভুল।

তুমি আর এসো না

মৃত্যু আর চুপি চুপি আসবে না :
মৃত্যুকেই আমরা
আহ্বান করেছি ; সুতরাং শুরু হলো
দুর্বিনীত ইতিহাসের গ্রন্থনা।
সভ্যতার দরবারে
আজ এ কি দেখি ঘনান্ধকার !
জন্তু জানোয়ারের মতো
আদিম স্পৃহা জেগেছে প্রত্যেক অন্তরে।
এ যুগে সভ্যতা আর বুঝি জাগবেনা
কুম্ভকর্ণের মতো সে নিদ্রাভিভূত ?
উচ্ছৃঙ্খল জাতির জন্য
তাইবুঝি কেউ কোনোদিন আর কাঁদবে না ?
হে মৃত্যু, তবু বলি
তুমি মহামারিরূপ-ধারণ করোনা
জান ; শুধু
নিরপরাধ অসহায় মরবে,
চক্রান্তকারীর মুখোশ আদৌ খুলবেনা।
মৃত্যু,
নয় এমন রূপে, এসো তুমি আপন স্বরূপে।

আশ্চর্য এক ভোর

আশ্চর্য এক ভোর দেখেছি :
কাক পাখি চিল
সৃষ্টি করে ঐকতান।
শুরু হয়
বহুমুখী প্রতিভার প্রতিযোগিতা
জীবন যাত্রার—।
ক্রমে এই দিবসের অরুণিমা
ম্লান হয়ে আসে
গোধূলির ম্লান ছায়ায়।
জীবন মরণ পাশাপাশি স্তব্ধ হয়ে থাকে :
সকলেরই হয়তো আরো কিছু বলার
ছিল পৃথিবীর কাছে ; কিন্তু
সব ভাবনা
এখানে দাঁড়িয়ে কেমন যেন হারিয়ে যায়—
কাক চিল পাখি
ক্লান্ত ডানা দুলিয়ে ফিরে আসে
সন্ধ্যার কূলায়।
চোখে আমার নীল স্বপ্ন—
কিন্তু মনে আছে
এখানে ভোরের পাখি
ক্লান্ত সুরে গান গায়।

মুহূর্ত

অসংখ্য মুহূর্ত মিলে
জীবনের প্রথম প্রকাশ ঃ
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে তাই
প্রত্যেক মুহূর্তের
সাংকেতিক প্রবাহ !
অমর কেহ নয়
এই পৃথিবীতে—
শুধু যতক্ষণ বেঁচে থাকা
তারি লাগি সমারোহ।
অশঙ্ক মুহূর্ত ; জীবনে
আসবে না কোনো দিন।
সব মুহূর্ত মিলেই
তার সম্পূর্ণ প্রকাশ।

———

ওগো মাটি

ওগো সজল শ্যাম মাটি,
তোমায় আনম্র প্রণতি আঁকি।
দু'হাত ভরে মিটিয়েছি যত ক্ষুধা !
তোমার অকৃপণ সৃষ্টির যত সুধা।
কিন্তু ; জানি
যতোই তোমাকে বুকে টানি
বিষণ্ণ নিরালা একদিন
এসে ডাকবে আমায়—
চলে যেতে হবে
সব সুখ-স্মৃতি ভুলে
চিতার অমোঘ তৃষ্ণায়।
হয়তো ;
আমার শেষ কৃত্য সমাধা হবে
মহা আড়ম্বর করে !
জ্বলন্ত কাঠের আগুনে
দেহের অস্তিত্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেলে
নদীর পলি মাটির ওপর,
অবশিষ্ট কিছু সাদা হাড় থাকবে পড়ে।
অথবা
শ্মশানের স্তূপীকৃত
কাঠ-কয়লার পাহাড়ের নীচে

শুধু মাথার খোলটা
সাক্ষী থাকবে ; কিছুকালের মত।
তবুও
ওগো মাটি,
তুমিই আমার চির খাঁটি।

সারারাত

সারারাত
বৃষ্টির ফোঁটার মত শিশির পড়েছে—
শীতের জরা-গ্রস্থ পাতার ওপর।
আমি জানালার অতি সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে
দেখেছি শতাব্দীর অতীত
একটি তারা ;
জেগেছিল তখনো
পাহাড়ের চূড়ায়—
নীরব দর্শকের মত।
চারিদিকে নিশ্ছিদ্র গাঢ় অন্ধকার ঃ
অকুতোভয় ; কারা যেন
সাংকেতিক আনাগোনা করে
শত্রুর অন্বেষণে—।
বড়ো মমতা করে
তারাটি ;
অপলক চেয়েছিল
ওই সীমান্ত পাহারা রত
জোয়ানের দিকে।
কিন্তু ;
আমি জেগে থাকতে পারিনি
সারারাত।

অনৈসর্গিক

অনেক হোয়েছে অপচয় ঃ
এখন পৃথিবীর বয়স হোলো
অন্তর্বিপ্লব আর নয়।
অনেক কালের পুরনো
পৃথিবীর ছাদে ;
সূচী বিদ্ধ অন্ধকার ঃ
তবু চলেছে
এ্যাটম্ হাইড্রোজেনের
এই নিঃশ্রেয়স পরীক্ষা ?
অনেক কালের পুরনো পৃথিবী
তার অন্তরিন্দ্রিয় মন্থন করে
বিষে জরজর !
এখন পৃথিবীর বয়স হোলো ঃ
শ্লথ গতিতে চলেছে তবুও
এই কুহকী কুটিল পথে
যদি আরো কিছুকাল
বাকী থাকে ; এ্যাটম্ হাইড্রোজেনের
নিরীক্ষা পরীক্ষা ?

———

কোথায় পাব

আমি কি চাইনি
অনিরুদ্ধ আলো ; নির্মল আকাশ
চাইনি কি বসন্তের দখিন বায়ু
নরম সোনালী রোদ,
আমার জানালা ভেদ করে আসুক।
চেয়েছিলাম
যে বাধা পাহাড়ের মত দিগ্‌বলয়কে
আবৃত করে রেখেছে
তাকে অতিক্রম করে,
অনির্বচনীয় সুখে ফুলে ওঠবে বুক।
কিন্তু
কোথায় সেই মন যে আমার
দুর্বল সত্তাকে সতেজ রাখার জন্য
কড়া পাহারা দেবে,
আবার আমি ফিরে পাব
আকাঙ্ক্ষিত সুখ।

সাতরঙা ঝিনুক

মনে হয় অতলান্তিকে
আমি হারিয়ে গেলে
শান্তি পাব।
সেখানে সাতরঙা ঝিনুকেরা
পরম নিশ্চিন্তে আছে।
এই ব্যস্ত শহর, জন-পথ
সব অতি পরিচিত আমার
কিন্তু ; তবুও
আমি চেনা-অচেনার মেলায়
কেবলি হারিয়ে যাই।
শুধু কানে ভেসে আসে
ট্রাম, বাস, ইঞ্জিনের
এক ঘেয়ে কর্কশ গুঞ্জন ঃ
আমার সব কথা
হারিয়ে যায়
এই শহরের কর্ম মুখরতায়।
অথচ ; এখানে
উঞ্ছ বৃত্তির সন্ধানে
কাতারে কাতারে প্রার্থী দাঁড়ায়!
আমি কবে যাব সেই দেশে
যেখানে সাতরঙা ঝিনুকের মতো
সকলেই বাঁচবার অধিকার পায়?

এই ব্যস্ত শহর, জন পথ
কেবলি আমায় বাঁধা লাগায় !
তাই মনে হয় ;
অতলান্তিকে হারিয়ে গেলে
আমি শান্তি পাব। স্রোতের টানে ভেসে ভেসে
কত দেশ মহাদেশ নতুন করে জানব।

আলো-আঁধার

আপাতত
সব কিছুই নির্ভুল ঃ
প্রাতিস্বিক নিয়মের ব্যতিক্রম
নেই কোথাও।
যদি
ওষ্ঠ ধারে 'লিপস্টিক' মেখে
মন মোহিনী অভিনয় করি
তবে কেমন দেখায় বলো তো ?
আমি অতি সঙ্গোপনে যে রূপটা
ঢেকে রাখি
তুমি কি তা জান (না জানতে চেয়েছ কোনো দিন)।
এমনি করে
তোমাকে ভুলিয়ে রাখি আমি।
প্রাত্যহিক জীবনের প্রস্রবণ
এখানে
এমন দিনের ব্যতিক্রম হয় না কোনো দিন।
পৃথিবীর দৃষ্টি কোণ থেকে
আমি দেখেছি
এই নিষ্ঠুর প্রহসন !
কখনো ঘৃণায় লজ্জায় আক্রোশে
ভরে ওঠে মন
কত কথা বলতে চাই বিগত যৌবনের।

কিন্তু আজ চারিদিকে জীবিকার চাতুরী—
মুখে তাই মায়াবী রঙ মেখে
স্বপ্ন দেখি বিভাবরী !
প্রত্যয় না বিস্ময়ে
এই বেদুইন পথ-চলা
তাই ভাবি অনুক্ষণ।
তবুও
আজ তোমাকে কত কাছাকাছি পেয়েছি
এই নিঝুম স্তব্ধ রাত
তুমি আমি আবার মিলেছি
সবার চোখের অন্তরালে—
আহা ! বড়ো ভালো লাগে
এই আলো-আঁধার বিভাবরী !
পূর্ণ হলো আমার আকিঞ্চণ।

হৃত গৌরব

নীরন্ধ্র রাত্রির বুকে
দেখি ; বহ্নির বিদ্যুৎ লিখন !
আকাশ-ভরা আলো যেন
অপগ্রহ রাহু-গ্রাসে বিপন্ন।
সেই জীবন্মৃত্যুর ছবি
অতি সঙ্গোপনে হৃদয় পটে আছে আঁকা।
উন্মত্ত নাগিণী সভ্যতায়
মানুষ গাঢ় ঘুমে অচেতন !
তখন চুপি চুপি
নিঝুম রাতের অন্ধকারে
কারা জানি নৃশংস হাত বাড়ালো—
কেড়ে নিতে স্বাধিকার।
ওই শোনা যায় দুঃসহ কলরব
তবুও
আমি সেই আশায় দিন গুণি
একান্ত নির্ভয় নির্ভরে
মূঢ় অত্যাচারীর—
বুকে বাজবেই বিবেক দংশন !
মানুষ আবার ফিরে পাবে তার হৃতগৌরব।

তবু পথ হেঁটে যাই

জনস্রোত থাকবেই ঃ ব্যস্ততাও কমবে না,
স্নায়ুর দুর্বলতা, অস্বস্তি, সব কিছু।
এখন চৈত্রের খর তাপে
তৃষ্ণায় বুক ফাটে, চোখে জ্বালা ধরে কখনো
তবু জীবিকার তাগিদে ঘুরা ফেরা—
সান্ত্বনা কেবল, বসে তো নেই এক বেলা।
শূন্য ঘরে ফেরা ; তবু সে একান্ত আপনার।
এবার তবে যবনিকা টেনে দিই—
ক্লান্তির তৃষ্ণা, ধূলো মাখা পায়
দীর্ঘ পথ হেঁটে যা হয়েছে প্রাপ্তি !
ঘরে ফিরে গিয়ে
দু-হাতে ঢাকবো চোখ, সেই ভালো।
আবার
প্রত্যুষের বুকে যখন
সোনালী রোদ ছেয়ে যাবে
কর্ম-মুখর হয়ে ওঠবে সারা পৃথিবী
তখন আমি হারিয়ে যাব—
গত কালের মতো
জীবিকার ব্যস্ততায়, তাই ভালো।

শ্যামল কোলে

তোমার সাথে সন্ধি হবে
এই বেলা, শুধু নয়নের জলে
আজ সাজাব উপচার
এ জীবনে অনেক করেছি বিসংবাদ
অপরিমিত সঞ্চয়ের অহংকারে
কারণে অকারণে বারংবার।
আমার ধনে হয় না জানি
মরু-তৃষার শান্তি,
জ্ঞানের অকৃপণ বিস্তার—।
তোমার সৃষ্টির রাজ্যে
গোপন চাতুরী খেলেছি কত ,
এবার অপরাধীরে দাও নিস্তার।
আমার বাসনা কামনার মোহে
কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা মানিনি কখনো
তবু তুমি দিয়েছে প্রভূত পুরস্কার।
পৃথিবীর সকল স্বাদ, গন্ধ, অকাতরে
উজাড় করে দিয়েছ আমায়
বঞ্চিত করোনি ভোগের অধিকার।
তোমার শ্যামল কোলে
আমি দুরন্ত বালক এক, ওগো
তুমিই জননী তার।

তাই নালিশ মানি কারণে অকারণে
তুমি মিষ্টি মধুর ভাষণে,
সহ্য করো সকল দৌরাত্ম্য আমার।